"সুশাসন : একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়"

অরুণ জেটলি

বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভা

নীতি নির্ধারণ ও তার রূপায়ণেই সুশাসন নির্ভরশীল। প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের ওপর গঠিত নীতি হবে সুদৃঢ় এবং তা রূপায়িত হবে স্বচ্ছতা ও সততার সঙ্গে। সুশাসনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ শাসননীতির জন্য সদর্থক প্রচার পাওয়া কৌশলী রাজনীতির একটা দিক হতে পারে। সুশাসন ছাড়া শুধুই প্রচার হল স্রেফ কায়দাবাজি।

দিল্লিতে আম আদমি পার্টির উপর একশ্রেণির ভোটার যে আস্থা জ্ঞাপন করেছেন তার যথাযথ জবাব দেওয়ার ঐতিহাসিক সুযোগ নতুন সরকারের সামনে এসেছে। পছন্দ জানানোর ক্ষেত্রে ভোটদাতারা নির্মম। গণতন্ত্রের সেটাই অন্তর্নিহিত শক্তি। তাঁরা ভোট দিয়ে সরকার গড়েন আবার কাজ করতে ব্যর্থ হলে ক্ষোভও জানিয়ে দেন। প্রশাসন পরিচালনার পদ্ধতি ও অর্থপূর্ণ শাসন নিয়ে আপ সরকারের বিভ্রান্ত দশা। অচিরাচরিত পদ্ধতির শাসনের পথ ধরার জন্য এটা হতে পারে।

দিল্লির সামনে এখন দুটো চ্যালেঞ্জ। মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত দরিদ্র দিল্লি। অন্যদিকে বিশ্বের অন্যতম নগরী হয়ে উঠবে বলে আশা পোষণ করে এমন দিল্লি। এই দুই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে হবে দিল্লির সরকারকে। প্রকৃত অর্থবহ সুশাসন ছাড়া শুধু শাসনের কৌশলী প্রচার ফক্কিকারি মাত্র। দায়িত্বপূর্ণ সুশাসনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব থাকে। মনভোলানো চটক ক্ষণস্থায়ী। চাতুরিপূর্ণ কাজ কখনই দাগ কাটে না। অতিরিক্ত কায়দা তখন উপহাসের বিষয় হয়ে ওঠে। এবং এরকম চলতে থাকলে তা জনগণের ব্যঙ্গ ও ক্রোধ ডেকে আনে। আপ সরকার এখন নিজেদেরই কৌশলের শিকার হতে বসেছে। শীঘ্র বিষয়টি বুঝতে পারলে, তারা যে ভুল পথ ধরেছে তা সংশোধন করার সুযোগ পাবে।